বানান-১ বানান ক.১. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

১.ক) সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: অঞ্জলি, হরিণ, ইত্যাদি।

২. ই,ঈ,উ,ঊ: যেসব তৎসম শব্দে ই,ঈ বা উ,ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সে সব শব্দে ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ি, ও ু-কার হবে। যেমন: কিংবদন্তি, শ্রেণি, উর্ণা, উষা ইত্যাদি।

৩. রেফ -কার:রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জন, কার্য, সূর্য, ঊর্ধ ইত্যাদি।

৪. সন্ধির নিয়ম: সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার(ং) হবে। যেমন: অহম+কার=অহংকার, সংগীত, সংবর্ধনা,সংঘটন ইত্যাদি। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, বঙ্গ ইত্যাদি।

৫. ইন্ -প্রত্যয়ান্ত শব্দ: সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাস বদ্ধ হলে সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: প্রাণীদের বিদ্যা= প্রাণিবিদ্যা। ইন্ - প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব, ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে।। যেমন: দায়ী+ত্ব= দায়িত্ব,

মন্ত্রিত্ব, প্রতিযোগী+তা= প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

২.ক)২. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অতৎসম শব্দের বানানের যে

কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

২.ক)২. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

১. এ , অ্যা: বাংলায় এ বর্ণ বা এ-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন: কেন,কেনো(ক্রয় করো)। তবে কিছু তদ্ভব এবং দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির অ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন: ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে অ্যা-কার অপরিবর্তিত থাকবে। বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র অনুযায়ী অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: অ্যান্ড ইত্যাদি।

২. ং, ঙ: শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার(ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: রং, সং ।

তবে স্বরাশ্রিত হলে ঙ হবে। যেমন: রঙের, বাঙালি। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দের অনুস্বার থাকবে।

৩. ক্ষ, খ: তৎসম শব্দে ক্ষ অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: ক্ষুধা, ক্ষেত্র, ক্ষুর ইত্যাদি। কিন্তু অতৎসম শব্দ

খিদে, খুর(গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত) খেত ইত্যাদি লেখা হবে।

৪. হস্ -চিহ্ন: হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। কলকল, টক, হুক ইত্যাদি। তবে অর্থ বিভ্রান্তি বা

ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহ্ , বাহ্ , যাহ্ ।

৫. ঊর্ধ্ব কমা ('): ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে,(বলিয়া) দুজন(দুই জন) চাল ।